পাপক্ষমা ও ভালোবাসা

(Forgiveness & Love)

লূক ৭ অধ্যায় ৩৬-৫০ পদ

লূক তাঁর সুসমাচারের দ্বারা যীশুর প্রকৃত পরিচয় ক্রমশ প্রকাশ করে চলেছে। গত সপ্তাহে আমরা যোহনের প্রশ্ন ও যীশুর উত্তর থেকে দেখেছি, যোহনের ন্যায় নির্ভিক ও আপোষহীন ব্যক্তির ভুল সংশোধন করে, যীশু ঘোষণা করছেন যে, তিনিই সেই প্রতিজ্ঞাত মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র, স্বয়ং ঈশ্বর।

এখন, যীশু ও যোহন, উভয়েই ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। যীশুর উপস্থিতি যখন স্বয়ং ঈশ্বরের পরিশেষতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় পরিদর্শন, যোহন তখন তাঁর পথ-প্রস্তুতকারী। যোহনের কথা বলতে গিয়ে যীশু এমন কথা বলেছেন, সমস্ত লোক ও করগ্রাহীরা যখন তাঁকে স্বীকার করেছে ও তাঁর দ্বারা বাপ্তাইজিত হয়েছে, তখন ফরীশী ও ব্যবস্থাবেত্তারা তাঁর বাপ্তিস্মকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু কেবল যোহনের প্রতি এই ব্যবহার নয়, যীশুর প্রতিও একই ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে: বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় অজুহাত দেখিয়ে ফরীশীরা যোহনকে ভুতগ্রস্ত বলেছে, এবং যীশুকে পেটুক, মদ্যপায়ী ও করগ্রাহীদের বন্ধু বলেছে। কিন্তু যীশু বলেছেন, *"প্রজ্ঞা নিজের সকল সন্তান দ্বারা নির্দোষ বলে গণিত হলেন"* (৩৫ পদ)। এর অর্থ, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে ও তাঁকে বিশ্বাস করে, তারা তাঁর প্রজ্ঞাকে গ্রহণ করে ও সমাদর করে (যে প্রজ্ঞা যোহনের অনুতাপের বাণী প্রচারের দ্বারা এবং যীশু খ্রীস্টে নিখুঁতভাবে ও চরম মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে)। যীশুর এই কথার সত্য পরবর্তী কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে: যীশুর প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ কৃতজ্ঞতার যে হৃদয়গ্রাহী প্রদর্শন আমরা এই পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখতে পাই, তা প্রজ্ঞার একটি সন্তানের আচরণের উদাহরণ।

হ্যাঁ, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহ, যীশু খ্রীস্ট *"যারা হারিয়ে গেছিল, তাদের অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করতে"* (লূক ১৯:১০) এই পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। লূক ৭:৩৬-৫০ পদে, আমরা এমনই একজন হারিয়ে যাওয়া আত্মা, তথা সেই পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকের অনুতাপের অশ্রুতে হৃদয়গ্রাহী প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি, যে যীশুর কাছ থেকে প্রকৃত ক্ষমা লাভ করেছিল। কিন্তু এই পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকটি যখন এইভাবে অনুতপ্ত হয়ে পরিবর্তিত হয়েছিল, তখন আত্ম-ধার্মিকতায় পূর্ণ সেই ফরীশী শিমোন, যার বাড়ীতে যীশু আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, ক্রমশ অপরিবর্তিত থেকে গেছে, যীশুর সমালোচনা চালিয়ে গেছে। যীশুর প্রতি এই দুই বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া দুই আপাত-বিরোধী পাত্রের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। দুই হাজার বৎসর পূর্বের ন্যায়, আজও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে। আমরা যীশুর প্রতি এই দুই প্রধান চরিত্রের ব্যবহারকে উপলব্ধি করতে এবং তাদের মধ্যে নিজেদের দেখতে চেষ্টা করব।

ক। <u>যীশুর প্রতি পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকের ব্যবহার (৩৬-৩৮ পদ)</u>: এই সুসমাচারের বিভিন্ন স্থানে আমরা যীশুকে ফরীশীর বাড়ীতে আমন্ত্রিত হতে দেখি (এখানে এবং ১১:৩৭, ১৪:১ পদে)। সমাজে গুরু হিসাবে যীশু যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, ফরীশীরা তাকে অস্বীকার করতে পারেনি। কিন্তু এখানে শিমোন নামে এই ফরীশী কেন যীশুকে তার বাড়ীতে আমন্ত্রিত করেছিল, তা যদিও লূক লেখেনি, কিন্তু যীশুর প্রতি তার ব্যবহার থেকে আমরা তার উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারি। সে যে যীশুকে বিশ্বাস করত, বা ভালোবাসত বলে তাঁকে আমন্ত্রিত করেছিল, তা নয়, কিন্তু স্রেফ কৌতুহল কিংবা তাঁর উপর গোয়েন্দাগিরি চালানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। যীশু ঈশ্বর, তিনি সর্বজ্ঞ, শিমোনের এই কুমতলবের কথা জেনেও তিনি তাঁর বাড়ীতে গেলেন; কারণ তিনি শিমোনের ন্যায় পাপীদেরও অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করতে পৃথিবীতে এসেছিলেন।

যাইহোক, যীশুকে আমন্ত্রণ করলেও, শিমোন কিন্তু অতিথি যীশুর প্রতি ন্যুনতম আতিথ্য প্রদর্শন করেনি। ইস্রায়েলে তখনকার দিনে অতিথির প্রতি ৩টি কাজ করা হত: (১) অতিথির কাঁধে হাত রেখে গৃহকর্তা তাকে শান্তির চুম্বন করত। এটা ছিল, সম্মান প্রদর্শনের চিহ্ন, বিশিষ্ট গুরুর ক্ষেত্রে এটা কখনও বাদ পড়ত না। (২) দীর্ঘ পথ হেঁটে আসা অতিথির ধূলোমাখা পা দুটি ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হত। (৩) সুগন্ধি ধূপ জ্বালানো হত, অথবা অতিথির মাথায় গোলাপ ফুলের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আতরের এক ফোঁটা ঢালা হত। কিন্তু শিমোন যীশুর প্রতি এদের একটিরও প্রয়োগ করেনি (৪৪-৪৬ পদ)।

এই সময়, সাধারণত বাইরের ঘরে অতিথিদের সঙ্গে ভোজ খাওয়া হত। তারা ঘরের মধ্যস্থানে খাবার টেবিলের চারদিকে নিচু গদিতে বাম-দিকে শুয়ে শুয়ে, ডান হাত দিয়ে খাবার খেত। এই সময় তাদের পা টেবিল থেকে বাইরের দিকে থাকত। খবার সময় রাস্তার দিকে এই ঘরের দরজা খোলা রাখা হত, যাতে ঘরের ভিতরে কী হচ্ছে, তা বাইরের লোক জানতে পারে। ফলস্বরূপ, নিমন্ত্রিত নয়, এমন ব্যক্তিও আহারে যোগদান না করতে পারলেও, ঘরে ঢুকে দেওয়াল ঘেঁষে বসতে পারত ও তাদের আলোচনা শুনতে পারত।

এই প্রেক্ষাপট থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, সেই পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক সেদিন কীভাবে সেই ঘরে প্রবেশ করতে পেরেছিল। ৩৭-৩৮ পদে যে পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকের কথা বলা হয়েছে, তার প্রতি আমরা দৃষ্টি দেব। লূক সেই ফরীশীর নাম (শিমোন) উল্লেখ করলেও, এই পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকের নাম উল্লেখ করেনি। সে কী ধরণের পাপকাজের সঙ্গে জড়িত ছিল, সে বিষয়েও কোনও উল্লেখ করা হয়নি। একটি কথাও তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়নি। কেবল বলা হয়েছে, সে সেই নগরের স্ত্রীলোক ছিল। এখন, অনেক টীকাপুস্তকে তাকে ব্যভিচারী স্ত্রীলোক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তা সত্য হতে পারে, কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, কারণ সে যে ধরণের পাপ করুক না কেন, সে পাপী, এটাই তার পরিচয়। একই সত্য আমাদের প্রতিও প্রযোজ্য। ছোট পাপী, বড়ো পাপী বলে কোনও প্রভেদ নেই, আমরা সবাই ঈশ্বরের সামনে পাপী।

সে সেদিন কেন সেই গৃহে উপস্থিত হয়েছিল? ৩৮ পদে বলা হয়েছে, *"তাঁর (যীশুর) পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলে তাঁর পা ভিজাতে লাগল, এবং নিজের মাথার চুল দিয়ে মুছিয়ে দিল, আর তাঁর পা চুম্বন করতে করতে সেই সুগন্ধি তেল মাখাতে লাগল।"* এর অর্থ, একদিকে, তার পুরানো জীবনের কারণে স্ত্রীলোকটি ভগ্ন-অন্তঃকরণ ও অনুতপ্ত; এবং অন্যদিকে, যীশুর প্রতি সে কৃতজ্ঞ ও ঋণী। তাই, সে তার সমস্ত ভয়কে দূরে সরিয়ে রেখে, তাকে ঘৃণাকারী সেই ফরীশীর বাড়ীতে কেবল যাওয়া নয়, তাদের খাবার স্থানে উপস্থিত হয়ে, যীশুর পায়ের কাছে তার স্থান নিয়েছে। ধরা যেতে পারে, স্ত্রীলোকটি কোথাও, কোনওভাবে যীশুর উপদেশ শুনেছিল, আর যীশুর কথা তার মনে দাগ কেটেছিল। সে যীশুকে বিশ্বাস করেছিল, তার সমস্ত পাপের ক্ষমা লাভ করেছিল। তাই, যে যীশুর কাছ থেকে সে এমন আশীর্বাদ পেয়েছে, তার নগরে একজন ফরীশীর বাড়ীতে সেই যীশুর আগমনের কথা যখন সে শুনেছিল, সে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ***শ্বেত পাথরের পাত্রে সুগন্ধি তেল নিয়ে*** যীশুর কাছে দৌড়ে এসেছিল।

যীশুকে এত কাছ থেকে দেখে সে তার অনুতাপ ও কৃতজ্ঞতার অশ্রুকে ধরে রাখতে পারেনি। বাঁধ ভাঙ্গা নদীর ন্যায় তার চোখ থেকে জল যীশুর পায়ের উপর পড়েছে, এবং কোনও গামছা না থাকায়, নিজের মাথার চুল দিয়ে যীশুর পা মুছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের সংস্কৃতিতে তার এই কাজ গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ, বিয়ের পর স্ত্রীলোকেরা খোলা চুলে কখনও বাইরের লোকদের সামনে উপস্থিত হতে পারত না। একমাত্র তার স্বামী কেবল তার এলোচুল দেখতে পারত। তালমুদে এমন কথা পর্যন্ত বলা হয়েছে, অন্য পুরুষের সামনে চুল খোলার কারণে একজন তার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ পর্যন্ত করতে পারত। কিন্তু অনুতাপ ও কৃতজ্ঞতা এই স্ত্রীলোকটির হৃদয়কে এমন পূর্ণ করেছে যে, সে সমাজের সেই বিধি-নিষেধকে তোয়াক্কা না করে, কেবল চুল দিয়ে যীশুর পা মোছা নয়, সেই পায়ে চুম্বন করেছে ও সেই সুগন্ধি তেল মাখাতে শুরু করেছে। কারণ, যে ক্ষমার জন্য সে এতকাল হন্যে হয়ে ঘুরেছে, ইহুদি ধর্মীয় নেতারা যার সন্ধান দিতে পারেনি, সে তা বিনামূল্যে যীশুর কাছ থেকে লাভ করেছে, সে খ্রীস্টেতে নতুন সৃষ্টি হয়েছে। যদিও তাকে পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক বলা হয়েছে, কিন্তু সেটা তার পুরানো পরিচয়, এখন সে প্রজ্ঞা স্বীকারকারী ঈশ্বরের একজন সন্তান (৩৫ পদ)।

আমরা কি যীশুর কাছ থেকে সেই স্ত্রীলোকের ন্যায় পাপ-ক্ষমা লাভ করেছি? আজ, আপনি তা লাভ করতে পারেন। তার জন্য কেবল তাঁকে আপনার ব্যক্তিগত পরিত্রাতা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন, তাঁকে আপনার পাপ ক্ষমা করে দিতে বলুন। সেই পাপ যত বড়ো হোক না কেন, তিনি তা ক্ষমা করতে সক্ষম।

খ। <u>যীশুর প্রতি আত্ম-ধার্মিক শিমোন ফরীশীর</u>

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ব্যবহার (৩৯-৫০): সেই স্ত্রীলোকটি যখন যীশুর প্রতি এমন ব্যবহার করেছে, যীশু কিন্তু তাকে বাধা দেননি। আর তা দেখে, শিমোন নামে সেই ফরীশী ভাববাদী হিসাবে যীশুর বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতি সন্দেহ পোষন করেছে। শিমোনের যুক্তি হল, যীশু যদি সত্য ভাববাদী হতেন, তাহলে, তিনি সেই স্ত্রীলোকের স্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। কারণ শিমোন জানে, স্ত্রীলোকটি কী ধরণের জঘন্য চরিত্রের। (এখন, শিমোন সেই স্ত্রীলোকটিকে এত ভালো করে কীভাবে জানল?)। সে একজন ফরীশী, যে নামের অর্থ ''পৃথকীকৃত''। তাদের বিচারে যারা পাপী, তাদের দ্বারা দূষিত না হবার জন্য, তারা সর্বদা তাদের থেকে পৃথক থাকত। তাই সে মনে মনে বলেছে, ***''এ যদি ভাববাদী হত, তবে জানতে পারত, একে যে স্পর্শ করছে, সে কে এবং কী প্রকার স্ত্রীলোক, কারণ সে পাপিষ্ঠা''*** (৩৯ পদ)। অর্থাৎ, শিমোনের চিন্তায় সেই স্ত্রীলোকটি হল অস্পৃশ্য, অচ্ছুত। আমরা সবাই নিজেদের চিন্তানুসারে অন্যের আচরণ আশা করি। তাই, শিমোনও চেয়েছে, যীশু যেন স্ত্রীলোকটিকে দূর করে দেন।

এখন, শিমোন ভেবেছিল, যীশু যদি সত্য ভাববাদী হতেন, তাহলে সেই স্ত্রীলোকের চারিত্রিক পরিচয় জানতেন। কিন্তু যীশু সামান্য ভাববাদী নন, তিনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, যার কারণে কেবল সেই স্ত্রীলোকের চারিত্রিক পরিচয় নয়, কিন্তু শিমোনের মনের চিন্তার কথাও তিনি জানেন। এতদূর পর্যন্ত শিমোন যা মনে মনে চিন্তা করেছে, যীশু তা সবই জানেন, আর তাই তিনি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিজের বিষয় শিমোনের ভুল চিন্তাকে খণ্ডন করতে চাইলেন।

এই দৃষ্টান্তে যীশু দুইজন ঋণীর কথা বলেছেন। তাদের একজন মহাজনের কাছে পাঁচশো সিকি এবং অন্যজন পঞ্চাশ সিকি ধার করেছিল। কিন্তু তাদের কারুরই পরিশোধ করার ক্ষমতা ছিল না। তাই, মহাজন তাদের দুইজনেরই ঋণ মকুব করে দিলেন। এই কথা বলার পর যীশু শিমোন ফরীশীকে প্রশ্ন করলেন, ***''এই দুইজনের মধ্যে কে সেই মহাজনকে বেশি প্রেম করবে?''*** (৪২খ)। শিমোন ফরীশীর উত্তর, ***''আমার মনে হয়, যার বেশি ঋণ ক্ষমা করলেন, সে।''*** এই দৃষ্টান্তে, দুইজন ঋণী দুই পাপীর বর্ণনা। তখনকার দিনে এক সিকির অর্থ, একজন সাধারণ শ্রমিকের দৈনিক বেতন। অর্থাৎ, তাদের একজনকে ৫০ দিন পরিশ্রম করে সেই ঋণ শোধ করতে হবে; আর, অন্যজনকে ৫০০ দিন। আলঙ্কারিক অর্থে, যীশু সেই স্ত্রীলোককে ৫০০ পাপে পাপী, এবং শিমোন ফরীশীকে ৫০ পাপে পাপী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বাহ্যিক অর্থে, স্ত্রীলোকটি শিমোনের থেকে দশ গুণ পাপী ছিল।

আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, ৫০০ পাপে পাপী সেই স্ত্রীলোকের ন্যায়, (পাপের পরিমাণ কম হলেও) শিমোনও পাপী। উভয়েই ঈশ্বরের সামনে দোষী। শিমোনও সেই স্ত্রীলোকের ন্যায় অপরাধী। কিন্তু শিমোন কেবল স্ত্রীলোকটির পাপ দেখেছে, নিজের পাপ দেখেনি। আমরাও শিমোনের ন্যায় একই ভুল করে থাকি। আমরা অন্যদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে আত্মতুষ্টিতে ভুগি। ধর্মীয় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালনকে ভিত্তি করে, আত্ম-ধার্মিকতার দ্বারা আমরা নিজেদের ঈশ্বরের সুনজরের অধিকারী জ্ঞান করি। কিন্তু বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয়, ***''কারণ সকলেই পাপ করেছে, এবং ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হয়েছে''*** (রোমীয় ৩:২৩)।

দৃষ্টান্তে আরও বলা হয়েছে যে, তাদের দুইজনেরই ঋণ পরিশোধ করার সঙ্গতি ছিল না। কম পাপ করার কারণে যে আমরা নিজেরা তাঁর ক্ষমা অর্জন করতে পারি, এমন ভ্রান্ত চিন্তা থেকে আমরা যেন দূরে থাকি। পরিবর্তে, ছোট পাপী বা বড়ো পাপী, উভয়েই পাপক্ষমা অর্জনে অক্ষম। ***''বিধান দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মালেও''*** (রেমীয় ৩:২০), বিধান বা আজ্ঞা পালনের দ্বারা আমরা নিজেদের পাপ মুক্ত করতে পারি না, যেহেতু আমরা কেউই নিখুঁত ভাবে তা পালন করতে পারি না (রোমীয় ৭:১৩-২৪)।

যে শিমোন নিজের চিন্তানুসারে সেই স্ত্রীলোকের উপর বিচার চালিয়েছিল, সেই শিমোনকে যীশু তার দেওয়া দৃষ্টান্তের দুইজন ঋণীর প্রতি বিচার প্রয়োগ করতে বলেছেন। ফরীশী যীশুর এই প্রশ্নের মধ্যে ফাঁদ দেখতে পেয়েও, সঠিক উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছে। শিমোন উত্তর দিয়েছে, ***''যার বেশি ঋণ ক্ষমা হয়েছিল, সে মহাজনকে বেশি প্রেম করবে।''*** শিমোনের এই উত্তরকে ভিত্তি করে যীশু সেই স্ত্রীলোকের প্রতি ফিরেছেন এবং যীশুর প্রতি সেই স্ত্রীলোকটির আচরণ ও শিমোন ফরীশীর আচরণকে তুলনা করেছেন। শিমোন যীশুকে তার ঘরে আমন্ত্রিত করেছে, খাদ্য যুগিয়েছে, ঠিক কথা, কিন্তু তার মধ্যে

(অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কোনও অন্তরিকতা অথবা যীশুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বা ভালোবাসার বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। পরিবর্তে, স্ত্রীলোকটির আচরণে, যীশুর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা, সম্মান ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। যীশুর এই কথা থেকে পরিষ্কার যে, স্ত্রীলোকটি তার প্রচুর পাপের ক্ষমা পেয়েছে, তাই সে যীশুর প্রতি এমন প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করেছে। সে যে কেবল তার প্রচুর পাপকে স্বীকার করেছে, তা নয়; কিন্তু সে জানে, তার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে (যীশুর দৃষ্টান্তে সেই ঋণীদের ঋণ যেমন মকুব করা হয়েছিল)। ৪৭ পদে যীশু নিজে বলেছেন, ***"এর যে বহু পাপ, তার ক্ষমা হয়েছে, কারণ এ বেশি প্রেম করল।"*** এই কথা থেকে পরিষ্কার যে, সেই স্ত্রীলোকটি যীশুকে তার মুক্তিদাতা হিসাবে ইতিপূর্বে গ্রহণ করেছে এবং তার সমস্ত পাপের ক্ষমা পেয়েছে। যীশু আরও বলেছেন, ***"কিন্তু যাকে অল্প ক্ষমা করা যায়, সে অল্প প্রেম করে।"*** যীশুর এই কথা থেকে স্পষ্ট যে, যীশুর প্রতি আমাদের ব্যবহার তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। আমরা যদি তাঁকে বিশ্বাস করে পাপ ক্ষমা পেয়ে থাকি, আমরা তাঁর প্রতি সেই স্ত্রীলোকের ন্যায় ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতে বাধ্য।

সেই স্ত্রীলোকটি যদিও যীশুকে বিশ্বাস করে ইতিপূর্বেই পাপক্ষমা লাভ করেছিল, তথাপি অন্যদের চোখে সে তখনও জঘন্য পাপী ছিল। এই কারণে, যীশু সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন, ***"তোমার পাপসকল ক্ষমা হয়েছে"*** (৪৮ পদ)। আমরা যেন যীশুর এই কথাকে ভুল না বুঝি। অনেকে যীশুর এই কথার প্রেক্ষাপটকে চিন্তা করে এমন কথা বলে থাকেন, *"যীশুর প্রতি স্ত্রীলোকটির প্রেমপূর্ণ ব্যবহার তার পাপ ক্ষমা করেছিল। তাই, কেবল বিশ্বাস নয়, কিন্তু বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের ন্যায় সৎকাজ আমাদের পরিত্রাণ করে।"* না, এই কথা সম্পূর্ণ ভুল। ৪৭ পদে যীশু যে পাপক্ষমার কথা বলেছেন, তা এই প্রেমপূর্ণ কাজ করার পূর্বে ঘটেছে। যীশুর দৃষ্টান্ত ও স্ত্রীলোকটির ব্যবহারের প্রধান বিষয় হল, স্ত্রীলোকটি আগে পাপক্ষমা পেয়েছিল বলে এমন প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করেছিল; প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের ফলস্বরূপ সে ক্ষমা পায়নি। পাপক্ষমা হল কারণ এবং প্রেমপূর্ণ ব্যবহার হল তার ফল। ইফিষীয় ২:৮-৯ পদে পৌল পরিষ্কারভাবে বলেছে, ***"অনুগ্রহেই বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পেয়েছ, এবং এটা তোমাদের থেকে হয়নি, ঈশ্বরেরই দান; তা সৎকর্মের ফল নয়, কেউ যেন শ্লাঘা (অহঙ্কার) না করে।"*** কিন্তু আমরা যারা পরিত্রাণ পেয়েছি, তারা সৎকাজ করি, কারণ তা করার জন্য আমাদের পরিত্রাণ করা হয়েছে। তাই, ১০ পদে পৌল লিখেছে, ***"আমরা তাঁরই রচনা, খ্রীস্ট যীশুতে বিভিন্ন সৎকাজের জন্য সৃষ্ট; সেগুলি পূর্বে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।"***

যীশুকে পাপক্ষমা করার কথা বলতে শুনে, ফরীশীরা পুনরায় যীশুর সমালোচনা করে বলেছে, ***"এ কে যে পাপক্ষমাও করে?"*** (৪৯ পদ)। এর আগে, পক্ষাঘাতীকে সুস্থ করার সময়ও তারা একই প্রশ্ন করেছিল (লূক ৫:১৭-২৬)। হ্যাঁ, একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের পাপক্ষমা করতে পারেন। সেই কাজের পুনরাবৃত্তির দ্বারা যীশু তাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন, তিনি ঈশ্বর, তাই তিনি পাপক্ষমা করতে পারেন।

যীশুতে বিশ্বাসই আমাদের পাপক্ষমা লাভের একমাত্র উপায়। তাই, যীশুর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা কেবল তখনই সম্ভব, যখন (১) পাপ সম্বন্ধে আমাদের গভীর সংবেদ থাকে এবং তা থেকে উদ্ধারে আমাদের অক্ষমতাকে আমরা স্বীকার করি। (২) কিন্তু আমাদের পাপ যত বড়ো হোক না কেন, আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তকারী যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা তার ক্ষমা লাভ সম্ভব, এই সত্যে পূর্ণ আস্থা। যীশুর প্রতি স্ত্রীলোকটির প্রেমপূর্ণ ব্যবহার এই দুটি সত্যের উপর স্থাপিত ছিল। স্ত্রীলোকটি যীশুতে বিশ্বাস করেছিল। তাই, যীশু তাকে বললেন, ***"তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ করেছে, শান্তিতে ফিরে যাও"*** (৫০ পদ)। আমরা কি আমাদের পাপ থেকে ক্ষমা পেয়েছি? যদি না পেয়ে থাকি, আমাদের পাপ স্বীকার করতে হবে, পরিত্রাণ অর্জনে আমাদের সম্পূর্ণ অক্ষমতা স্বীকার করতে হবে, যীশুতে আস্থা-স্থাপন করতে হবে। আসুন, প্রতিদিন তাঁর কাছে আমাদের পাপ স্বীকার করি, আত্ম-ধার্মিকতা ত্যাগ করি। অন্যদিকে, যদি সত্যি পাপক্ষমা পেয়ে থাকি, তাহলে, যীশুর প্রতি প্রেমপূর্ণ ব্যবহার আমাদের মধ্যে থাকতে হবে। আমাদের প্রার্থনায়, গানে, ও উপাসনায় তাঁকে ভালোবাসার কথা বলি। কিন্তু কেবল মুখে বলা নয়, কাজে প্রকাশ করি। আবার যাদের জীবনে পাপক্ষমা প্রয়োজন, তাদের কাছে যীশুর কথা বলার দ্বারাও আমরা তাঁর প্রতি প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করতে পারি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com